মেহেরপুরে জেলা কৃষকলীগের সভাপতি সড়ক দুর্ঘটনায় আহত

মেহেরপুর জেলা কৃষকলীগের সভাপতি মহাবুব উল আলম শান্তি সড়ক দুর্ঘটনায় গুরতর আহত হয়েছেন।
শুক্রবার বিকালে সদর উপজেলা পিরোজপুর উনিয়ন কৃষক লীগের নেতৃবৃন্দর সাথে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি শেষে বাড়ি ফেরার পথে তিনি দুর্ঘটনায় আহত হন। এতে তার বাম ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাতেই ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে নেওয়ার কথা ছিল।

গাংনীতে মোটর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত-৩

মেহেরপুরের গাংনীতে মোটর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন আহত হয়েছে। শুক্রবার রাত পৌনে ৯টার দিকে গাংনী হাসপাতাল গেটের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলো- উপজেলার আজান গ্রামের জিয়াউর রহমানের ছেলে রৌমিক হোসেন (১৮), একই গ্রামের সাবদুর রহমানের ছেলে নয়ন (১৮) ও গাড়াডোব গ্রামের আব্দুস সামাদের ছেলে মিঠু (২৮)।

আহত নয়ন জানায়, রৌমিক ও নয়ন মোটর সাইকেল যোগে গাংনীতে আসছিল। হাসপাতালের সামনে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা অপর একটি মোটর সাইকেল চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাদেরকে ধাক্কা দেয়। এ সময় উভয় মোটর সাইকেল থেকে রাস্তায় ছিটকে পড়ে তিনজনই আহত হয়। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। নয়নের অবস্থা কিছুটা ভালো হলেও অন্যান্যদের অবস্থা কিছুটা আশঙ্কাজনক।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ জানান, সড়ক দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়েছি, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

শ্বাসরোধ ও চোঁখ উপড়ে হত্যা

কোটচাঁদপুরে পাওনা টাকা আনতে গিয়ে লাশ হলো প্রবাসী’র স্ত্রী,

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পল্লীতে এক প্রবাসী’র স্ত্রীকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় নিহতের একটি চোঁখ উঠিয়ে নিয়ে বাড়ীর পাশের একটি বাগানে লাশ ফেলে রেখে যায় দুর্বৃত্তরা । ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলা সাফদাপুর ইউনিয়নের দূর্বাকুণ্ড গ্রামের ঢাকালে পাড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন কোটচাঁদপুর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাইমিনুল ইসলাম, ওসি (তদন্ত) ইন্সপেক্টর ইমরান আলম এবং সিআইডি ও পিবিআই-এর ক্রাইমসিন ইউনিট।

এলাকাবাসীরা জানান, সকাল ৮টার দিকে ওই গ্রামের একটি বাগানের মধ্যে প্রতিবেশী দোবাই প্রবাসী মোজাম্মেল হকের স্ত্রী ও দুই কন্যা সন্তানের জননী নুপুর আক্তারের (৩৫) লাশ দেখতে পান তারা। পরে পুলিশকে খবর দিলে দুপুর ২টার দিকে লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাহবুবুল আলম জানান, প্রাথমিক ভাবে ধারনা করা হচ্ছে প্রবাসী’র স্ত্রী নুপুরকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। পরে দুর্বৃত্তরা তার বাম চোঁখ উঠিয়ে ফেলে। বিষয়টি নিয়ে পুলিশ, সিআইডি ও পিবিআই-এর ক্রাইমসিন ইউনিট আলামত সংগ্রহ করে হত্যার রহস্য ও আসামী গ্রেপ্তারের কাজ ইতি মধ্যেই শুরু করে দিয়েছে। তবে প্রাথমিক ভাবে ধর্ষণের কোন আলামত পাওয়া যায়নি।

নিহত নুপুরের কন্যা সোভা (১৯) সাংবাদিকদের বলেন, তার মা রাত ৮টার দিকে প্রতিবেশী মুসার বাড়ী পাওনা টাকা আনার জন্য টর্স লাইট হাতে বাড়ী থেকে বের হন। কিন্তুু রাতে আর ফিরে আসেনি। সকালে বাড়ী থেকে ৪’শ গজ দুরে একটি বাগানে তার মায়ের লাশ পাই তারা।

নৃশংস এই হত্যার ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। পুলিশ এ হত্যাকাণ্ডে’র সাথে জড়িত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

মেহেরপুরে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশীকে মারধরের অভিযোগ

মেহেরপুরে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রফিকুল ইসলাম নামের একজনকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশির উপর। শুক্রবার বিকালে সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পরে রফিকুল ইসলামকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। আহত রফিকুল ইসলাম রাধাকান্তপুর গ্রামের আবিল হোসেন এর ছেলে।

রফিকুল ইসলামের মা ফতে খাতুন জানান, দুপুরে রাস্তার পাশে নাতনী তাহসীনা (৫) খেলা করছিলো। এসময় প্রতিবেশী বজলুর ছেলে মুসতাকিন তাকে অকষ্ট ভাষায় গালাগালি করে। পরে নাতনী তাহসিনা বাড়িতে গালাগালির বিষয়টি জানায়। এ নিয়ে প্রতিবেশী মুসতাকিন ও তার পরিবারের লোকজনের সাথে কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে মুসতাকিন তার পিতা বজলুসহ সাধু, মুসলী বাড়িতে ঢুকে আমার ছেলে (রফিকুল) কে মারতে থাকে।

বর্তমানে রফিকুল ইসলাম মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে।

চুয়াডাঙ্গায় তরুণ কৃষি

উদ্যোক্তাদের দু’দিনব্যাপি দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সারাদেশের তরুণ কৃষি উদ্যোক্তাদের নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় দু’দিনব্যাপি দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালা শুরু হয়েছে। শুক্রবার সকালে দামুড়হুদার মেহেরুন পার্কে এ কর্মশালার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. এম এ রহিম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ইয়াহ্ধসঢ়; ইয়া খান।

বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক ড. হামিদুর রহমান, উদ্যান বিশেষজ্ঞ এস এম কামরুজ্জামান এবং চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও ইউটিউব চ্যানেল ‘কৃষি বায়োস্কোপে’র পরিচালক কৃষিবিদ তালহা জুবাইর মাসরুর।

কৃষিভিত্তিক ইউটিউব চ্যানেল ‘কৃষি বায়োস্কোপ’ এ কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় সারাদেশের ৪০ জন কৃষি উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করছে।

ইউএনওর ওপর হামলা: গ্রেফতার দুজনই যুবলীগের

দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) সরকারি বাসভবনে প্রবেশ করে ইউএনও ওয়াহিদা খানম ও তার বাবাকে গুরুতর জখম করার অভিযোগে দু’জনকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

শুক্রবার ভোরে হাকিমপুর, বিরামপুর ও ঘোড়াঘাট থানা পুলিশ এবং র্যাব রংপুর-১৩ এর একটি দল যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে শুক্রবার ভোর ৪টা ৫০ মিনিটের দিকে হিলির কালিগঞ্জ এলাকায় বোনের বাড়ি থেকে আসাদুল ইসলামকে এবং জাহাঙ্গীর আলমকে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার

করে। তাদেরকে রংপুরে র্যাব-১৩ এর কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গ্রেফতার জাহাঙ্গীর আলম (৪২) উপজেলা যুবলীগের আহ্বায়ক এবং আসাদুল ইসলাম (৩৫) উপজেলা যুবলীগের সদস্য।

হাকিমপুর থানার ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ জানান, আসাদুল ইসলাম ঘোড়াঘাট উপজেলার সাগরপুর গ্রামের এমদাদুল হকের ছেলে।

অপরদিকে জাহাঙ্গীর আলম ঘোড়াঘাট উপজেলা রানিগঞ্জের আবুল কালামের ছেলে বলে জানিয়েছেন ঘোড়াঘাট থানার ওসি আমিরুল ইসলাম।

জানা গেছে, জাহাঙ্গীর আলম ঘোড়াঘাট উপজেলা যুবলীগের আহ্বায়ক এবং আসাদুল ইসলাম আহ্বায়ক কমিটির সদস্য। তাদের বিরুদ্ধে টেন্ডারবাজী, চাঁদাবাজীসহ বিভিন্ন অপকর্মের অভিযোগ রয়েছে।

আরও জানা যায়, জাহাঙ্গীর আলম ঘোড়াঘাট উপজেলা যুবলীগের সভাপতি ছিলেন। ২০১৭ সালে কমিটি ভেঙে দিয়ে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটিতে জাহাঙ্গীর আলম আহ্বায়ক হন।

পুলিশ জানায়, বুধবার দিবাগত রাত তিনটায় দুষ্কৃতকারীরা ঘোড়াঘাট উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওয়াহিদা খানমের সরকারি বাসভবনে প্রবেশ করে। হত্যার উদ্দেশ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও তার বাবা ওমর আলীকে কুপিয়ে ও হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে গুরুতর জখম করে।

এ ঘটনায় বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) জাকির হোসেনকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন রংপুর বিভাগীয় কমিশনার। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- রংপুর ডিআইজির একজন প্রতিনিধি এবং দিনাজপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আসিফ মাহমুদ।

এছাড়া হামলার ঘটনায় ওয়াহিদা খানমের ভাই শেখ ফরিদ বাদী হয়ে বৃহস্পতিবার রাতে ঘোড়াঘাট থানায় একটি মামলা করেছেন।

সূত্র- জাগো নিউজ

অস্ত্রোপচারে ইউএনও ওয়াহিদার মাথায় ৮ টুকরা হাড় জোড়া

বৃহস্পতিবার রাতে দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ওয়াহিদা খানমের মাথায় অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। এদিন রাত ১১টা ৫ মিনিটের দিকে তার অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়।

অস্ত্রোপচারে ওয়াহিদা খানমের মাথায় ভাঙা হাড়ের সাত-আটটা টুকরা জোড়া দিয়েছেন চিকিৎসকরা। আঘাতের কারণে আরও ছোট ছোট যেসব কাটা ছিল সেগুলোও ঠিক করা হয়েছে।

অস্ত্রোপচারের পর রাত ১২টার দিকে গণমাধ্যমকে এ কথা বলেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসাইন্স হাসপাতালের নিউরো ট্রমা বিভাগের প্রধান নিউরোসার্জন ও গঠিত মেডিকেল বোর্ডের প্রধান মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন।

তিনি জানান, ছয় সদস্যবিশিষ্ট চিকিৎসক দলের প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় ইউএনও ওয়াহিদার মাথার জটিল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে। অস্ত্রোপচার শেষে তাকে ৭২ ঘণ্টার পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

তবে ইউএনও ওয়াহিদা এখনও শঙ্কামুক্ত নন বলে জানান তিনি।

মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন বলেন, “আমরা আশাবাদী কিন্তু এটা হেড ইঞ্জুরির ব্যাপার, তার মাথার ভেতর রক্তক্ষরণ হয়েছে এবং ব্রেনে আঘাত লেগেছে। ব্রেনের ওপর একটা চাপ ছিল সেটা আমরা রিলিফ করেছি। তবে এখনই ক্লিয়ারলি আমরা বলতে পারব না যে রোগী ভালো হয়ে যাবে।”

তিনি বলেন, “ইট উইল টেক টাইম। অন্তত ৭২ ঘণ্টা আমরা তার পরিস্থিতি অবজার্ভ করব। আমরা আশাবাদী রোগী ভালো হয়ে যাবে, বাকিটা আল্লাহ ভরসা।”

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, “ওনার ডান পাশটা যে অবশ ছিল, প্যারালাইজড। আশা করি সেটা রিভার্স হয়ে যাবে, সচল হয়ে যাবে। তবে কিছুদিন সময় লাগবে।”

এর আগে রাত ৯টার দিকে তাকে অস্ত্রোপচারের জন্য হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে নেওয়া হয়। তার আগে সিটিস্ক্যান করা হয়। প্রেসার চেক করে অবস্থা স্বাভাবিক থাকায় অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন

চিকিৎসকরা।

উল্লেখ্য, বুধবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে দুর্বৃত্তরা সরকারি আবাসিক ভবনে ঢুকে ইউএনও ওয়াহিদা খানমকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। এ সময় মেয়েকে বাঁচানোর চেষ্টা করলে দুর্বৃত্তরা তার বাবাকেও কুপিয়ে জখম করে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ইউএনও ওয়াহিদার ওপর হামলাকারী আটক

দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ওয়াহিদা খানমের ওপর হামলার ঘটনায় প্রধান আসামি আসাদুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ও র্যাবের যৌথ একটি টিম।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হাকিমপুর থানার ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ।

শুক্রবার ভোর ৫টার দিকে হাকিমপুর থানাধীন হিলির কালিগঞ্জ এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। সে ঘোড়াঘাট উপজেলার ওসমানপুরের আমজাদ হোসেনের ছেলে। আসাদুলই ইউএনওর মাথায় হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

চুয়াডাঙ্গায় সরকারিভাবে ধান-

চাল সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি

সরকারিভাবে ধান-চাল সংগ্রহের সময় শেষ হলেও চুয়াডাঙ্গা জেলায় লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি। সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বাজারে ধান-চালের দাম বেশি হওয়ায় কৃষকরা খাদ্যগুদামে ধান-চাল বিক্রি করেনি। স্থানীয় কর্মকর্তারা বলছেন, সংগ্রহের সময় বাড়বে। নতুন ধান উঠেছে। আরো কিছু ধান-চাল কেনা হতে পারে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মো. রেজাউল ইসলাম জানান, জেলায় এ বছর পাঁচ হাজার ৩১০ টন ধান ও সাত হাজার ৬০৫ টন চাল কেনার লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। গত ৩১ আগস্ট পর্যন্ত এ সময় নির্ধারণ ছিল। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চুয়াডাঙ্গা খাদ্য বিভাগ ধান কিনতে পেরেছে এক হাজার ২১০ টন; যা লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ২৩ ভাগ। এছাড়া চাল কিনতে পেরেছে তিন হাজার ২৬৪ টন; যা লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৪৩ ভাগ।

তিনি জানান, ক্রয় কার্যক্রম শুরুর আগে লটারির মাধ্যমে পাঁচ হাজার ৩১০ জন কৃষক নির্বাচিত করা হয়। প্রত্যেক কৃষক এক টন করে ধান দিতে পারবেন। সেই হিসেবে নির্ধারিত কৃষকদের কাছ থেকেই ধান কিনে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হওয়ার কথা। কিন্তু খোলা বাজারে দাম বেশি থাকায় নির্ধারিত কৃষকরা খাদ্য বিভাগের কাছে ধান বিক্রি করেনি। একই অবস্থা হয়েছে চাল কেনার ক্ষেত্রেও।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার আলোকদিয়া গ্রামের কৃষক মাসুম আলী জানান, সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে খোলা বাজারে ধান ও চালের দাম বেশি। এজন্য কৃষকরা খাদ্য গুদামে ধান ও চাল বিক্রি করেনি।

মিল মালিকরা জানান, খাদ্য বিভাগের নির্ধারিত দামে চাল বিক্রি করতে হলে মোটা অংকের লোকসান দিতে হবে। এজন্য মিল মালিকরা খাদ্য বিভাগে চাল দিতে পারেনি। আমরা কিছুটা দাম বাড়ানোর দাবি করেছিলাম।

চুয়াডাঙ্গা জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মো. রেজাউল ইসলাম জানান, আরো ১৫ দিন সময় বাড়বে। বর্ধিত সময়ে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হতে পারে। আমাদের আশা কৃষক ভাল দাম পাক। সেই অবস্থায় হয়েছে। বাইরে বিক্রি করে কৃষক ভাল দাম পেয়েছে। তা ছাড়া পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ আছে।

চুয়াডাঙ্গায় বেড়েছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা

চুয়াডাঙ্গায় দিনে দিনে করোনা সংক্রমণ বাড়ছে। মৃত্যুর হারও বেড়ে গেছে। জ্বর, সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত বেশিরভাগই পরীক্ষা করার উদ্যোগ নিচ্ছে না। বরং তারা বাড়িতে চিকিৎসাধীন থাকার পাশাপাশি প্রকাশ্যে বাইরে ঘুরছেন। এ কারণেই আরো বেশি সংক্রমণ ছড়িয়ে পরার ভয় রয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় শুধু আগস্ট মাসেই করোনা পজিটিভ হয়ে মারা গেছেন ২২ জন এবং আক্রান্ত হয়েছেন ৬৫৭ জন।

চুয়াডাঙ্গা স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, গত বুধবার রাত পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা জেলায় করোনা আক্রান্তর সংখ্যা এক হাজার ২৭৮ জন। এ পর্যন্ত মারা গেছেন ৩২ জন।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় করোনা ভাইরাস নমুনা পরীক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। শুরু থেকেই পরীক্ষা করা হয় ঢাকা, যশোর, খুলনা ও কুষ্টিয়ার পিসিআর ল্যাবে। বর্তমানে বেশিরভাগ পরীক্ষা করা হচ্ছে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পিসিআর ল্যাবে। জেলায় পরীক্ষার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় কখনো কখনো অনেকের প্রতিবেদন এসেছে ৭-৮ দিন পর। কয়েকদিন আগে কৃষ্টিয়া পিসিআর ল্যাবে ত্রুটি দেখা দেওয়ায় চুয়াডাঙ্গার নমুনা পাঠাতে হয় ঢাকায়।

তখনও প্রতিবেদন আসতে দেরি হয়। এসব কারণেই অনেকে নমুনা পরীক্ষার ব্যাপারে অনাগ্রহী। তবে, করোনা আক্রান্তদের সামাজিকভাবে ভাল চোখে না দেখা, বাড়ি লকডাউন প্রভৃতি কারণে উপসর্গ দেখা দেওয়ার পরও অনেকে পরীক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী নন। যারা পরীক্ষা করাচ্ছেন না তারা প্রকাশ্যে নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পাচ্ছেন। যা খুবই ভয়ের কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। এসব কারণেই বাড়ছে সংক্রমণ।